BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030038

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিদ্যালয় পাঠক্রমে সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার্থীর উপরে তার প্রভাব : একটি আলোচনা

কৌশিক দাস

Kaushikdasexam@gmail.com

সারাংশ:

সমাজ বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞান বিদ্যার অভ্যন্তরে রয়েছে একাধিক বিষয়ের সম্ভার। পাশাপাশি উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক সংযোগের সেতু আছে। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বিষয়গুলি এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি আদি হতে বর্তমান পর্যন্ত মানব জীবনের নন্দীপাঠ। মানব জীবনের চাহিদা ও তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠার নানান খুঁটিনাটি তথ্য আছে সমাজবিজ্ঞানী। সমাজভুক্ত মানুষের সমাজের আঙ্গিনায় রীতিনীতি, বিশ্বাস ও আচার-অনাচার বর্ণনার একমাত্র পন্থা সমাজবিজ্ঞান। বিশ্বায়নের প্রভাব অন্তরাষ্ট্রীয় সংযোগ এই ধরনের বিদ্যা উক্ত দুটি দিকের ক্ষেত্রে সহায়ক। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের একটি মাধ্যম। জ্ঞানগত গভীরতা ও প্রায়োগিক ক্ষমতার সুদৃঢ় করনে সমাজবিজ্ঞান অন্যতম। জাতীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি সঞ্চালন ও সংহতি রক্ষার বার্তা দেয় সমাজবিজ্ঞান। শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার উন্নয়ন পাশাপাশি সামাজিক বোধে উদ্বুদ্ধ করে সমাজবিজ্ঞান। সাহিত্য দর্শন কিংবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি সামাজিক স্থিতা বস্তা সম্পর্কে ধারণ পায় সমাজবিজ্ঞান। অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবজীবনের বৈচিত্র প্রতিভত হয় সমাজবিজ্ঞানে। আদিম মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বর্তমান মানুষের অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ উক্ত বিজ্ঞানের মধ্যে আলোচিত হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য থেকে রাষ্ট্রীয় চিন্তা সহ মানব মনের আনন্দ বেদনার হর্ষ ছবি সমাজবিজ্ঞানে প্রকাশ। শিক্ষার্থীর মধ্যে দেহ ও মনের সুষমা বিকাশের রাস্তা খুলে দেয় এই বিজ্ঞানের এক শাখা। সার্বিক উন্নয়ন জীবন পরিচর্যার ও প্রতি পালনের গতিমুখ দেয় সমাজবিজ্ঞান।

সূচক শব্দ: *সমাজবিজ্ঞান, পাঠ্যক্রম, বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক, জাতীয় সংহতি, আন্তর্জাতিকতাবোধ।*

ভূমিকা:

সমাজবিজ্ঞান বা Social science হল একটি সংহত বিদ্যা যেখানে আছে সমাজকেন্দ্রিক ভাবাদর্শের একাধিক বিষয়। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, শিক্ষা বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান এর মত একাধিক বিষয় । শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় পাঠ্যক্রম। বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যক্রম সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখা শিক্ষার্থীদের সামাজিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। সমাজবিজ্ঞান হলো এমনই এক শাখা যেখানে শিক্ষার্থীরা সমন্বিত মাধুর্যের আনন্দ উপলব্ধি করে। উক্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের চারপাশের পৃথিবী, মানুষ জীবনা চার্য, সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আর্থিক পরিবর্তনের সহ রাষ্ট্রীয় ভালো-মন্দ চিন্তার মতো দিকগুলি উঠে আসে। মানুষকে প্রতিনিয়ত নানান সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তাই সামাজিক মানুষের সমাজের নানাবিধ জটিলতা গুলি উপলব্ধি করতে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান পাঠের। আজকের শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের নাগরিক তাই তো নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য সমাজবিজ্ঞানের শাখা গুলি জানা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে সুস্থ সমাজবোধ। এগিয়ে যায় গতিশীল জীবন ছন্দে সমাজবিজ্ঞানের স্বাভাবিক অবলম্বনে।

ইতিহাস অতীতের কথা বলে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল কে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনুভব করে তৎসহ অবস্থানগত পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ করতে পারে শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবে। জগত ও জীবনকে জানতে এবং বুঝতে নিজের চলার পথকে সুস্থ সামঞ্জস্য করতে প্রয়োজন সামাজিক ভাবাদর্শ আর তখন প্রয়োজন হয় সমাজবিজ্ঞান শাখার বিষয়গুলি।

আলোচনা:

মানুষ যাযাবর জীবন যখন ছেড়ে একসময় শুরু করেছিল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সঙ্গবদ্ধভাবে জীবন। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একাধিক সংকটাপন্ন মুহূর্তর মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল। তখন মানুষ একত্রে থাকার মত ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি মানুষ অবস্থান করতে করতে খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং তখন সে বোধ করেছিল কৃষি কাজের। ঐতিহাসিক সত্যতে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যখন মানুষ গাছে গাছে জীবন যাপন ছেড়ে মাটির উপর বসতি স্থাপন করল তখন মানুষ প্রয়োজন অনুভব করল একত্রে থাকার। সমাজ উদ্ভব সম্বন্ধে এ ধরনের একাধিক বক্তব্য রয়েছে। এককোষী প্রাণী ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যখন মানব রূপে আত্মপ্রকাশ করল ধীরে ধীরে সে তার চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তুলল সমাজ। আসলে সমাজবিজ্ঞান সমাজের কথা বলে। সমাজ একটি বহুমাত্রিক ধারণা। সমাজ বিজ্ঞানের প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় উঠে আসে প্রথমত সমাজ দ্বিতীয়ত সমাজস্থ মানুষ। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বর্ণনাত্মক। পাশাপাশি এও সত্য সামাজিক পরিবর্তনশীলতা এবং কতখানি সমাজ ও ব্যক্তি একে অপরের সাথে নির্ভরশীল তার ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত দিকগুলিকে জানতে সমাজবিজ্ঞান পাঠ বিদ্যালয় স্তরে আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে একক বিষয় সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এমন নয় আছে একাধিক বিষয়। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান সহ সমাজতত্ত্বের মতো বিষয়গুলি সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে একটি পারস্পরিক সঙ্গতিবিধান। যে সংগতিবিধানের কারণে উক্ত বিষয়গুলির চর্চার ক্ষেত্রে এক ঐক্যসূত্র রয়েছে। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005, এবং মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একাধিক বিষয়ের অবস্থানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে নির্মিতিবাদের নীতি ও জাতীয়পার্যক্রমের রুপরেখা অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞানের নানাস শাখা ও বিজ্ঞানের কিছু বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আছে আমাদের পরিবেশ বিষয়।

বিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা:

বিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রাসঙ্গিক দিক রয়েছে। সুসংহত ও নীতিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও এই সত্যদ্রষ্টা দিকগুলিকে প্রয়োগ করতে হলে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান পর্যালোচনা। তবে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক থাকে যেগুলি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা যায়,- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা এবং সুস্থ সবল শান্তিপূর্ণ ও বিকাশ সমান দৃঢ় মন সংকল্পের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক। অপরদিকে পরিবর্তনশীল সমাজের ক্রমবিকাশমান সামাজিক নানানধারা ও সামাজিক পরিষেবা বিষয়ে যথার্থভাবে শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য বিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এক সুসংগতভাবে চালিকাশক্তি রয়েছে যার দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা যায় এবং উক্ত বিষয় গুলি শিক্ষার্থীদের জীবনে বিশেষ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র এবং তার অধীনস্থ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং বিশ্বায়নের সুফল নিয়ে এবং তার কুফল নিয়ে আলোচনা হয় ফলে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। বিজ্ঞানসম্মতভাবে যুক্তিনিষ্ঠ মানব শক্তি জাগ্রত করতে সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যক্রম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় অপরদিকে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষত তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগানোর জন্য সমাজবিজ্ঞানের নানা বিষয় প্রাসঙ্গিক। অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমানের সমাজ তৎসহ ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের বিভিন্ন দিশা দেখাতে পারে সমাজবিজ্ঞান।

প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যক্রমে সমাজবিজ্ঞান শাখার পৃথক পৃথক বিষয়গুলি একত্রিত করনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে কিছু মাত্র হলেও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। মূলত আমার বই এবং পরবর্তীকালে আমাদের পরিবেশ বিষয়ে নানাবিধ সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে শিশুমনের পরিবর্তন আনতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিত্যদিনের জীবনে যে পরিবেশের

সাথে শিশু প্রতিনিয়ত অভিযোজন করছে সেই পরিবেশকে তুলে ধরা হয়েছে এই আমাদের পরিবেশ বিষয়। ঋতু পরিবর্তন, খাদ্য, শরীর, আমাদের ইন্দিরা◌ানুভূতির ভিন্ন দিক গুলিকে সদর্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই বিষয়ে। ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরতে ইতিহাসকে বিষয় হিসেবে রাখা হয়নি তবে তথ্যগুলিকে আমাদের পরিবেশ পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল কে বোঝাতে বিশেষত মেঘ, বৃষ্টি, সূর্যালোক সবমিলিয়ে বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অনুসন্ধান আমাদের পরিবেশে অবস্থান করেছে। বিজ্ঞানের শাখা গুলিকে পৃথক হিসেবে না রেখে সামাজিক পরিমণ্ডলে উক্ত দিকগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। এক কথায় সামাজিক মানুষের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যে শাখা গুলির মুখোমুখি মানুষ প্রতিনিয়ত হয় সেগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখান থেকে শিশু মনে সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ নানাবিধ জীবন পরিচর্যা দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষা পায়।

ইতিহাস বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও তার প্রভাব:

অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, জাতি ও জীবনের বৈচিত্র্য জানতে মানুষ আজীবন কৌতুহলী। শিক্ষার্থীর মানসিক ভীত কে শুদৃঢ় করতে এবং শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে ইতিহাস পাঠ প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে ইতিহাস যেখানে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে আলোচনা কালে। তাই এক কথায় বলা যায় ইতিহাস গঠন করে অখন্ড বিশ্ব সমাজ আর সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি তৈরি হয়। সমাজ জীবনের যে নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতার দৌলতে পরিবর্তন হয়। তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে ইতিহাস পাঠের মধ্যে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই করতে পারে ইতিহাস পাঠে এবং ইতিবাচক ভূমিকায় থাকা সমাজবিজ্ঞানকে সামনে রেখে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে পারে শিক্ষার্থীরা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন থেকে শুরু করে মানুষ গুহ বাসি জীবনযাপন ছেড়ে কিভাবে মেঠোপথে চলতে শিখলো এবং সেই পথ কিভাবে রাজপথে রূপান্তরিত হলো তার নান্দী পাঠ পায় ইতিহাস থেকে।

গতিশীল জীবনের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে ইতিহাস অতীত ঐতিহ্য গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে চলতে শেখে শিক্ষার্থীরাভূগোল বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব: ভূগোল পাঠের মধ্যে দুটি বিষয় জায়গা করে নেয় এক স্থান অন্যটি হলো পৃথিবীর মানুষ। কেবলমাত্র দেশীয় ভূমি বা স্থান নয় এই স্থান বা জায়গা হল জাগতিক আঙিনা। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় ভূগোল বিষয়ের মধ্যে তাই স্বদেশ ও বিদেশের ডোরে বাধা বিশ্বজগতের বাসিন্দারা হবে এই বিষয়ে মূল আলোচ্য প্রতিপাদ্য। বিভিন্ন দেশে ধান ভিত্তিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক মন্ডল সম্পর্কে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ সম্ভব এই বিষয়ে। অন্যদিকে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক জ্ঞানগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় শিক্ষার্থীরা ফলে প্রায়োগিক ক্ষমতা শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি পায়। ভূগোল পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সঞ্চালন মূলক কাজের বিকাশ হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা, বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডল পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক বন্ধন তৈরি হয় পাশাপাশি মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়। অন্যদিকে জাগ্রত হয় আন্তর্জাতিক বোধ ও জাতীয় সংহতি। বিভিন্ন ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে বস্তুজগৎ ও জীবজগৎ সম্পর্কে শ্রেণীবিন্যাস করনের ক্ষমতা শিক্ষার্থীর তৈরি হয় পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি, একাত্মতা অনুভব করতে পারে শিক্ষার্থীরা। সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিষয়টি জলস্থল অন্তরীক্ষে বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি চর্চা করে। অন্যদিকে আন্তর চর্চার ফলশ্রুতি হিসেবে সামাজিক ভূগোল ও সাংস্কৃতিক ভূগোল সহ রাজনৈতিক ভূগোলের নানান শাখা পাঠক সমেক্ষে তুলে ধরেছে। সব মিলিয়ে পরিবেশের নানান খুঁটিনাটি তথ্য সহ মানুষের জীবনাচার্য ও জীবনের পরিবর্তন মাটিকে কেন্দ্র করে তার খুঁটিনাটি তথ্যের উদঘাটন করে থাকে এই শাখা। শিক্ষার্থীদের জীবনে মানব জীবন সম্পর্কে এক সম্মুখ ধারণা তৈরি হয় এবং তারা উপলব্ধি করতে পারে ভৌগোলিক পার্থক্য কে মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য।

শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের অবস্থান ও শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব:

শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একটি বিদ্যা। যে বিদ্যার দ্বারা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের নানা কথা বলা হয়েছে। দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বাচ্ছন্দ এনে দেয় এই শিক্ষাবিজ্ঞান। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে সোচ্চার প্রতিশ্রুতি থাকে শিক্ষার্থীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের নানান দিক। Psychology is the science of human

behaviour অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। এই মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি শাখা। শিশুকে বুঝতে জানতে ও তার সার্বিক উন্নয়নের দিকে চলতে সাহায্য করায় এই বিদ্যা। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের চাহিদা, আগ্রহ, প্রবনতা ও মানসিক ক্ষমতা প্রভৃতি নির্ধারণ করার মতো একটি শাখা এই মনোবিদ্যা। অন্যদিকে বলা যায় সমাজবদ্ধ মানুষের রীতিনীতি, বিশ্বাস ও অন্যান্য ক্ষমতা কে সু নিয়ন্ত্রিত পথে এগিয়ে দেয় সমাজতত্ত্ব যা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্য এক উপ শাখা। বিশেষত শিক্ষার্থীর অন্তরগুড় নানান সত্য উপলব্ধি করতে হলে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা থেকেই যায়। বিশেষত শিক্ষার্থী উক্ত বিদ্যা পাঠের মধ্য দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সহপাঠীদের মধ্যে সৌহার্দ্যতা এবং নৈতিক কিছু দিকের উন্নতি সাধন করে। শিক্ষা যে মানব জীবনের রক্ষা কবজ তা এই শাস্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা। মানুষের মুখনিঃসৃত শিক্ষা শব্দটির মধ্যে সারস্বত সত্যতা শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে। ন্যায় পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার মত ভাবনা সহ ভিন্ন ভিন্ন দিকের উন্নতি সাধন করে শিক্ষার্থী।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবস্থান ও প্রভাব:

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের মূল আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্র সম্পর্কিত নানান দিক। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হলো সমাজবিজ্ঞানের এই শাখার মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করে। বিশেষত প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্র সম্পর্কে সজাগ থাকা উচিত। সুনাগরিক হওয়ার বীজ মন্ত্র তৈরি করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার রসদ থাকে পাশাপাশি সচেতন মানুষ তার সচেতন মন আবৃত্তি দিয়ে কিভাবে মানব কল্যাণে ব্রতী হবে তারও পথনির্দেশিকা থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। সুস্থ সবল কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়তে গেলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা আবশ্যক। আজকের শিশু আদর্শ রাষ্ট্রের পরবর্তী প্রশাসক তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা মূলত আদর্শ প্রশাসক গড়ে তুলতে। উক্ত দিকগুলিকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রমে এই বিদ্যার অবস্থান। মূলত শিক্ষার্থীদের কাছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি রাষ্ট্রীয় নানান দিকগুলি যেমন তুলে ধরে ফলে শিক্ষার্থীরা স্বচ্ছ ধারণা পায় রাষ্ট্র সম্পর্কে। মূলত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদার ও প্রশান্তির দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে এই শাস্ত্রের দ্বারা। শিক্ষার্থীরা যেখানে অবস্থান করে সেই মাটির রাজনৈতিক এবং সামাজিক তথ্য জানতে পারে এবং জীবন চক্রের সাথে তা মেলাতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের এসা খায় শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় নীতি, আইন, জাতীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি সহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্বন্ধে জানতে পারে।

অর্থনীতি বিষয়ে অবস্থান ও প্রভাব, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে অর্থনীতি বিষয়টি বিশেষ স্থান করে রয়েছে। মানুষের খাদ্য সমস্যা এবং বেকার সমস্যার সহ উন্নয়নে পশ্চাদপদতা বিষয়ে বহু চর্চিত এই শাখায়। সমাজের বুকে উক্ত সমস্যাগুলি যেভাবে অবস্থান করে রয়েছে সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে দেয় এই বিষয়। মূলত জাতীয় সমস্যা ও আন্তর্জাতিক সংগতিতে কতখানি ব্যর্থতায় পর্যবেত হচ্ছে একটি রাষ্ট্র তারও খুঁটিনাটি তথ্য ফুটে ওঠে এই অর্থনীতিতে। আর্থিক সচ্ছলতা আনতে হলে প্রথম আলোচনা করতে হয় অর্থনীতিকে নিয়ে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মানবসম্পদ বিকাশে নতুন মাত্রা দান করে এই বিষয়টি। জীবনের ধ্যান-ধারণা, বিচার বুদ্ধি ও নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান খুঁজে দেয় এই বিষয়টি। একটি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পথ অর্থনীতি দেখাতে পারে পাশাপাশি অর্থ বিজ্ঞান দেখাতে পারে সুষ্ঠু বিশ্ব গড়ার আশ্বাস। মূলত উক্ত দিক গুলিকে সামনে রেখে এই বিষয়টি অবস্থান করে রয়েছে বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে। শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক চাহিদা, ভোগ বন্টন, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান লাভ করে এই বিদ্যা থেকে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব হতে শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি বিশদ ব্যাখ্যা যেমন পায় তার সাথে সাথে অর্থনৈতিক সাম্যতার রসদ কোথায়? তাও এই শাস্ত্র পাঠের দ্বারা বুঝতে পারে। একটি সংসারে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যহীনতার কারণে যেমন সংসার নষ্ট হয়ে যায় যা ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত। ঠিক এই পথে শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ধুলো দৃষ্টিকে সামনে রেখে দেশের শ্রী বৃদ্ধির রাস্তা কোথায় তা বুঝতে পারে।

উপসংহার:

বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে সমাজবিজ্ঞানের নানা বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে আমাদের পরিবেশে মধ্যে যেমন ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান স্থান পেয়েছে। ঠিক তার পাশাপাশি উচ্চ প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রমে সমাজ

বিজ্ঞান শাখার নানা বিষয়গুলি অবস্থান করে আছে। শিক্ষার্থীরা প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস যেমন জেলেছে পাশাপাশি মানুষের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল ও ভৌগোলিক করিম মন্ডলের খুঁটিনাটি তথ্য জানতে সক্ষম হয়েছে ভূগোল থেকে। মানুষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং জাতীয় সংহতির মতো দিকগুলি উপলব্ধি করেছে এই শাখা থেকে। অর্থনৈতিক মানদন্ড বিশেষত আর্থিক পরিবর্তন ও লগ্নীকরণ শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে সচেতন করেছে। শিশুকে জানতে ও বুঝতে গেলে শিক্ষাবিজ্ঞান শাখাটি পাঠ করা জরুরী। শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চলার পথ এবং যে পথ শিশু অতিক্রম করে এসেছে তা সে নিজেই উপলব্ধি করে। মানসিক স্বাস্থ্য, আগ্রহ, অনুরাগ, চাহিদা কিংবা তারনার মত অন্তঃস্থ ভাবনাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর অবহিত হয়। রাষ্ট্রীয় ধ্যান ধারণা পেতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাখাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যমন্ডিত।

অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানের শাখায় মানুষের সংস্কৃতি এবং মানুষ কিভাবে তার ক্রমবিকাশে বিবর্তন হয়েছে সে সম্বন্ধ। পাশাপাশি তার সামাজিক কৃষ্টি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে। সুতরাং বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে সমাজবিজ্ঞানের শাখায় শিক্ষার্থীরা সমাজ পরিবেশ ও তার আনুষঙ্গিক নানান শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে এক সোম্যক ধারণা পায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- চ্যাটার্জি. মিহির কুমার, চক্রবর্তী. ডঃ কবিতা,2016-17, জ্ঞান ও পাঠক্রম তত্ত্ব ও প্রয়োগ, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- সরকার. ডঃ রাজীব, 2017, পরিবেশ ও জন শিক্ষা, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- মুখোপাধ্যায়. ডঃ দুলাল, কবিরাজ, ডঃ উদয় শংকর, 2015, বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, ডঃ প্রণব কুমার, 2015, বিদ্যা ও পাঠ্য বিষয়ের সংবেদ, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- মন্ডল, ডঃ চৈতন্য, 2016-17, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- রায়. ডঃ সুভাষচন্দ্র, 2022, বিদ্যা ও বিষয় গুচ্ছের বোঝাপড়া,এস রায় পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- চক্রবর্তী. ডঃ প্রণব কুমার, ব্যানার্জি. ডঃ দেবশ্রী, 2016, সর্বসমষ্টি বিদ্যালয় শিক্ষা, রিতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।

Citation: **দাস. কৌ.,** (2025) "বিদ্যালয় পাঠক্রমে সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার্থীর উপরে তার প্রভাব : একটি আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.